গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নতুন সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

২০১৯

সূচিপত্র

১. ভূমিকা : **৪**
১.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য : ৪
১.২ পরিকল্পনার ভিত্তি ও পরিধি : ৫

২. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ : **৫**
২.১ সিটি কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা : ৮
২.২ নতুন সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রশিক্ষণ আবশ্যকতা : ৮
২.৩ নাগরিকদের দৃষ্টিতে নতুন সিটি কর্পোরেশনগুলোর সেবাদান : ৮

৩. প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার পরিধি : **৯**
৩.১ উদ্দেশ্য ও সুবিধাভোগী : ৯
৩.২ প্রশিক্ষণের অগ্রাধিকারযোগ্য ক্ষেত্রগুলো : ৯
৩.৩ বাস্তবায়ন কাল : ১১

৪. বাস্তবায়ন পরিকল্পনা : **১২**
৪.১ পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ কোর্স ও বাস্তবায়নকারী : ১২
৪.২ বাস্তবায়ন সময়সূচি : ১৮

৫. প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা : **২০**
৫.১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা : ২০
৫.২ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা : ২১
৫.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা : ২১

সারণি

সারণি ১: এসজিআই-সিটি কর্পোরেশনটি'র লক্ষ্য ও কৌশলগত উপাদান : ১
সারণি ২: ২০১৭ সালের জরিপে নাগরিকেরা শীর্ষস্থানীয় যে সেবাগুলোর উৎকর্ষতা চেয়েছেন : ৬
সারণি ৩: কর্মকর্তাদের জন্য অগ্রাধিকারকৃত প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র ও বিষয় : ৮
সারণি ৪: নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য অগ্রাধিকারকৃত প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র ও বিষয়াবলী : ৯
সারণি ৫: পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ কোর্সের তালিকা : ১২
সারণি ৬: প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সময়সূচি : ১৭
সারণি ৭: প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০

চিত্র

চিত্র ১: প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্তির জন্যে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র ও বিষয়াবলী চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া :৮
চিত্র ২: প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন কাঠামোর চিত্র :১৮

Acronyms and Abbreviations

BIM	Bangladesh Institute of Management
CAD	Computer Aided Design
CC	City Corporation
CCT	City Corporation in Transition
CDU	Capacity Development Unit
CEO	Chief Executive Officer
CGP	City Governance Project
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CuCC	Cumilla City Corporation
C4C	Capacity for Cities (a nickname for the Project for Capacity Development of City Corporations)
DGHS	Directorate General of Health Services
DIMPP	Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project
DNCC	Dhaka North City Corporation
DPHE	Department of Public Health Engineering
DPP	Development Project Proposal
DSCC	Dhaka South City Corporation
EIA	Environmental Impact Assessment
EPI	Expanded Program of Immunization
GCC	Gazipur City Corporation
GIS	Geographical Information System
GoB	Government of Bangladesh
ICT	Information and Communication Technology
LGD	Local Government Division
LGED	Local Government Engineering Department
LGI	Local Government Institution
MGSP	Municipal Governance and Services Project
NAPD	National Academy for Planning and Development
NCC	Narayanganj City Corporation
NGO	Non-Governmental Organization
NILG	National Institute of Local Government
NSPGI	National Strategy for Paurashava Governance Improvement
PPP	Public Private Partnership
PPR	Public Procurement Rules
RAJUK	Rajdhani Unnayan Kartripakkha
REB	Rural Electrification Board
RpCC	Rangpur City Corporation
SGICC	Strategy for Governance Improvement of City Corporations
UDD	Urban Development Directorate
UPEHSDP	Urban Public Environment and Health Sector Development Project
WASA	Water Supply and Sewerage Authority

১. ভূমিকা

১.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১) উল্লেখিত যে সব মধ্য-মেয়াদি উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে তার মধ্যে নগর প্রশাসনের উন্নয়ন অন্যতম। এতদুদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি অবলম্বন করলেও, পৌরসভা থেকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হওয়া নব্য-প্রতিষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য উত্তরণকালীন সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কাঠামো তৈরির প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এ কারণেই, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এ মর্মে সিদ্ধান্ত নেয় যে, উত্তরণকালীন সময়ে সিটি কর্পোরেশনগুলোর পরিচালন ব্যবস্থার (গভর্ন্যান্স) উন্নতিকরণের জন্য কৌশল নির্ধারণ করাই হবে সর্বোচ্চ লক্ষ্য, যাতে করে "সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশনগুলো পৌরসভা থেকে উত্তরণের সময়টাতে অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তাদের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে পারে এবং এরই ধারাবাহিকতায় নগরায়নের সমস্যগুলোর দিকে নজর রেখে জনগণের সেবার মানের উন্নয়ন করতে পারে।" কৌশলপত্রের কৌশলগত উপাদানসমূহ সারণি ১ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১: কৌশলপত্রের (SGICC)-এর লক্ষ্য ও কৌশলগত উপাদান

লক্ষ্য		কৌশলগত উপাদান
লক্ষ্য ১: স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি-উপকরণ প্রণয়ন।	১-১ ১-২	সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন ও পুণ:প্রণয়ন সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত প্রবিধান ও উপ-আইন প্রণয়ন
লক্ষ্য ২: সিটি কর্পোরেশনের ধারাবাহিক সাংগঠনিক উন্নয়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।	২-১ ২-২ ২-৩ ২-৪	মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি আর্থিক প্রক্ষেপনকে বিবেচনায় রেখে কর্মী নিয়োগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সেবা প্রদানের জন্যে অংশীদারিত্ব ও সমন্বয়ের সংযোগ সাধন এবং কর্ম পদ্ধতির উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির ভূমিকা শক্তিশালী করা নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
লক্ষ্য ৩: সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করা এবং মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বাজেট প্রস্তুত করা।	৩-১ ৩-২ ৩-৩ ৩-৪	রাজস্ব হস্তান্তর এবং কর ও ফি ব্যবস্থার উন্নয়ন করে আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ বাজেট এবং আথির্ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের সাথে সমন্বয় করে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অভ্যন্তরীণ ও বহি নিরীক্ষা সম্পাদন করা
লক্ষ্য ৪: সিটি কর্পোরেশন এবং সরকারি অফিসে নিয়োজিত মানবসম্পদের ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত	৪-১ ৪-২	সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও কাউন্সিলরদের জন্য পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাস্পরিক শিখন পদ্ধতির ব্যবস্থা করা

এ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাটি (এখানে "নতুন সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা" বলে উল্লেখিত) কৌশলপত্রের প্রশিক্ষন উপাদানের (কৌশলগত উপাদান ৪-১) অংশ হিসেবে নতুন চারটি সিটি কর্পোরেশনের জন্য (যেমন: নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সম্পূর্ণ নতুন অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনগুলোর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের কয়টি দলে ভাগ করা হবে সেই সংখ্যা এবং এতদসংক্রান্ত ব্যয় কিভাবে সামঞ্জস্য করা হবে সে বিষয়ের উল্লেখও এ পরিকল্পনায় আছে। সিটি কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো:

- সরকারি কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পদ ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উত্তরণকালীন সময়ে সিটি কর্পোরেশন এর মানব সম্পদ উন্নয়নে সরকারের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরা;
- কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, কারা প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন, এবং এর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা উল্লেখ করে চারটি সিটি কর্পোরেশন এর কর্মকর্তা/কর্মচারী ও কাউন্সিলরদের জন্য প্রশিক্ষণ কাঠামো তৈরি করা; এবং

- সিটি কর্পোরেশন এর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।

যদিও উত্তরণকালীন সময়ে সিটি কর্পোরেশনগুলোর সক্ষমতা উন্নয়নে সরকারি দিক-নির্দেশনা জরুরি, তবুও আশা করা হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশনগুলো ভবিষ্যতে নিজেরাই নিজেদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

১.২ পরিকল্পনার ভিত্তি ও পরিধি

যদিও প্রশিক্ষণ দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তবুও সিটি কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাতে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণ দেয়ার ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং কৌশলপত্রটিতে বিদ্যমান সরকারি প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে একটি টেকসই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়নের কথা বিবেচনা করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাটি প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনগুলোয় নিয়োজিত কর্মীদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে কর্মীরা নিজেরাই বিভিন্ন উপায়ে নিরূপন করেছেন। বাস্তবায়নকালে এ পরিকল্পনা সময় সময় পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে, যেহেতু নতুন সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রশিক্ষণ চাহিদা অর্ন্তবর্তীকালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, বিশেষ করে যখন সরকার কর্তৃক তাদের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের পর নতুন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে।

২. অবস্থা বিশ্লেষণ

২.১ সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা

পৌরসভা থেকে সিটি করর্পোরেশনে উত্তরণের পর থেকেই নতুন সিটি কর্পোরেশনগুলোকে নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে এবং নতুন ধরনের কাজ সামাল দিতে বেগ পেতে হচ্ছে। নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজানো ছাড়াও, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা একটি জরুরি বিষয়। যাহোক, এখনও ঐসকল কর্মীবৃন্দের প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয় এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও গুনগত মান উন্নয়নের অনেক সুযোগ রয়েছে।

১) **সিটি কর্পোরেশন-এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা**

সিটি কর্পোরেশন কর্মীদের পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগতভাবে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোন কাঠামো কিংবা নীতিমালা/পরিকল্পনাও নেই। যদিও ২০১২ সালে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রণীত "সক্ষমতা উন্নয়ন কাঠামো" এবং "পৌরসভা প্রশাসন উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র (এনএসপিজিআই) ২০১৬ - ২০২৫" স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণসহ সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করছে। সিটি কর্পোরেশনের কর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই, যদিও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রকল্পগুলো কিংবা সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, কিন্তু তা যথেষ্ঠই অপ্রতুল। যেহেতু সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সরকারি কোন প্রশিক্ষণ নীতিমালা বা পরিকল্পনা নেই, সেহেতু এ ধরনের প্রকল্প বা সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোই কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ও কাদেরকে দেয়া হবে, তা নির্ধারণ করে থাকে। প্রশিক্ষণ আয়োজকেরা এটা করে থাকে মূলত নিজেরা যে ক্ষেত্রগুলোকে বেশী প্রয়োজনীয় মনে করেন সে ক্ষেত্রগুলোতে অথবা যে বিষয়ে তাঁদের নিজেদের দক্ষতা রয়েছে সেই বিষয়গুলোতে কিংবা তাঁদের প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী অথবা এর সাথে সম্পৃক্ত আর্থিক প্রাপ্যতা ও মানব সম্পদ অনুযায়ী। ফলাফল হিসেবে দেখা যায় যে, এ প্রশিক্ষণগুলো অনেকটাই অপরিকল্পিতভাবে ও সীমিত পরিসরে প্রদান করা হয়ে থাকে বিশেষ করে প্রশিক্ষণের সময়কাল ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যার বিবেচনায়।

সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রশিক্ষণসহ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বিভাগ নেই। বাস্তবতা হলো এ যে, সিটি কর্পোরেশনগুলো তাদের কর্মীদের জন্যে কোন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে না এবং তারা সরকারি প্রকল্প বা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অবহিতও করে না। এছাড়াও, তাদের কর্মীরা যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সে বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ বা প্রশিক্ষণোত্তর অবস্থা পর্যালোচনা করার কোন পদ্ধতিও নেই। বর্তমান অবস্থার আলোকে সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্প (সিজিপি) ২০১৫ সালে প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনে সক্ষমতা

উন্নয়ন ইউনিট (সিডিইউ) প্রতিষ্ঠিত করে। সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), সচিব এবং বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে সিডিইউ গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো সিটি কর্পোরেশনগুলো নিজেরাই যাতে প্রশিক্ষণসহ সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে। যাহোক, সিডিইউ ইহার সদস্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনজনিত কারনে এবং সক্ষমতা উন্নয়ন খাতে আর্থিক বরাদ্দ দেয়ার ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের অপেক্ষাকৃত কম আগ্রহের কারনে এখনো সক্রিয় হয়নি। C4C প্রকল্পের মাধ্যমে, বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) সিডিইউকে তার মূল কাজগুলো সম্পাদনের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান করছে, যেমন: ইতিমধ্যেই যেসব প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলোর বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা এবং যেসব কর্মীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাদের ডেটাবেজ তৈরি করা।

২) **প্রশিক্ষণ প্রদানকারী**

অল্প-সংখ্যক সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। মুখ্য কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ন্যাশনাল ইনস্টিটটিউট অব লোকাল গভার্ণমেন্ট (এনআইএলজি)

এনআইএলজি হলো একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যা সিটি কর্পোরেশনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই) সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যাহোক, এলজিআই'র সংখ্যা যেমন অনেক, তেমনি ইহাতে কর্মরত কর্মচারীদের সংখ্যাও অনেক। এ কারণে, সীমিত অর্থ, মানব সম্পদের অপ্রতুলতা ও পর্যাপ্ত আবাসিক ব্যবস্থার অভাবের কারণে এনআইএলজি তাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র ও লক্ষ্যমাত্রা সীমিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। ইহা সাধারণত অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কারণ, সিটি কর্পোরেশনগুলোর তুলনায় এদের সংখ্যাও যেমন বেশি তেমনি সক্ষমতার দিক দিয়ে এগুলো তুলনামূলকভাবে দুর্বলও। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পর সিটি কর্পোরেশন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সুযোগ খুব কমই হয়। (যদিও এনআইএলজি অতীতে, মূলত: ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ২০০০ দশকের শেষের দিকে সিটি কর্পোরেশনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে)

যাহোক, এনআইএলজি এ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে এবং তার কর্মপরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইহা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের প্রশিক্ষক ছাড়াও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্যবহার করে থাকে এবং একই সঙ্গে অন্যান্য সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওদের সাথে সমন্বয় করে একত্রে কাজ করে। রাজস্ব বাজেটের অধীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাথে সাথে এনআইএলজি উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে সরকারি প্রকল্পগুলোর অধীনেও বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রকল্প শেষ হওয়ার পরেও এনআইএলজি কখনো কখনো তার বাৎসরিক বাজেট থেকে বরাদ্দ দিয়ে এ ধরণের প্রশিক্ষন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। যদিও এনআইএলজি'র বেশিরভাগ কার্যক্রম স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্য করে, তবুও ২০১৭ এবং ২০১৮ সনে এনআইএলজি নব্য-প্রতিষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশনগুলোর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিল পাশাপাশি ওয়ার্ড সচিবদের জন্যও প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিল। এর আগের বছরে পৌরসভা কাউন্সিলরদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করার অব্যবহিত পরেই এ প্রশিক্ষণের আয়োজ করা হয়েছিল।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

এলজিইডি'র প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামোর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও, এলজিইডি স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অংশীদারদের কারিগরী এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, সিটি কর্পোরেশন কর্মীদের যে সমস্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তার বেশিরভাগই হয়েছে এলজিইডি কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগীতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। এলজিইডি ২০১৫ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ নতুন প্রতিষ্ঠিত চারটি সিটি কর্পোরেশনের আবকাঠামো ও প্রশাসনিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্প" (CGP) শিরোনামে একটি বড় ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। তখন থেকেই সিজিপি প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রশাসন ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে বড় পরিসরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আসছে।

পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্যে এলজিইডি'র প্রকল্প-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আংশিক বাস্তবায়ন পৌরসভা সহায়তা ইউনিট (এমএসইউ) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এমএসইউ নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সাধারণত এমএসইউ বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত হয় এবং বর্তমানে পৌর প্রশাসন ও সহায়তা প্রকল্পের (এমজিএসপি) অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এমএসইউ ইহার আঞ্চলিক ইউনিটগুলোর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন রকম সক্ষমতা উন্নয়নমূলক সহযোগিতাও দিয়ে থাকে, যেমন: নগর পরিকল্পনা, কমিউনিটি মবিলাইজেশন এবং কর আদায়, পানির বিল, হিসাব রক্ষণ ও ট্রেড লাইসেন্স-এর ক্ষেত্রে কম্পিউটার পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

যদিও এলজিইডি তার প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন কর্মীদের নানা রকম প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছে, তবুও এ জাতীয় প্রকল্প-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কিছু সহজাত সমস্যা আছে। কারণ, এগুলো পূর্ব-পরিকল্পিত নয় এবং প্রায়শই স্বল্প-মেয়াদি ও পরিচিতিমূলক। এ কারণেই প্রকল্পের অধীনে প্রদেয় প্রশিক্ষণের প্রভাব সাধারণত সীমিত হয়। এছাড়াও, প্রায়শই উচ্চ-শ্রেণির কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, অন্যদিকে অধিক সংখ্যক নিম্ন-শ্রেণির কর্মকতারা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ ধরনের সুযোগ খুব কমই পান।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

ডিপিএইচই পানি সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের (ওয়াসা) অঞ্চলগুলো ব্যতীত পুরো দেশ জুড়েই কাজ করে। যদিও ওয়াসা এলাকা ব্যতীত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিষেবাগুলোর দায়িত্ব নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের, তথাপি ডিপিএইচই ঐসব এলাকাতেও পানি সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা নির্মাণ করেছে এবং এর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ও প্রয়োজনবোধে গুনগতমান পর্যবেক্ষণের জন্যেও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে।

ডিপিএইচই'র একটি অন্যতম প্রধান কাজ হলো নগর-স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানো, কিন্তু এ ব্যাপারে ডিপিএইচই'র ভূমিকা এখন পর্যন্ত খুব সামান্যই। সিটি কর্পোরেশনগুলোর ক্ষেত্রে এলজিইডি'র প্রশিক্ষণের মতই ডিপিএইচই'র প্রশিক্ষণও উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে হয়ে থাকে। আর সে কারণেই প্রশিক্ষণের সময়কাল যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি এগুলোতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সংখ্যাও স্বল্প। ডিপিএইচই উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা তৈরি করছে। এই নির্দেশিকার কিছু অংশ সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

কখনও কখনও সিটি কর্পোরেশনগুলো অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে যেমন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (CPTU), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, এবং উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিও। সিপিটিইউ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দেয়া প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রায় সবগুলোই প্রকল্প-ভিত্তিক এবং এ কারণেই এই প্রশিক্ষণগুলো অনেকটা অপরিকল্পিত/অপ্রস্তুত অবস্থায় সীমিত পরিসরে সম্পন্ন করা হয়।

৩) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র ও লক্ষ্যমাত্রা

যেহেতু সিটি কর্পোরেশন কর্মীদের অধিকাংশ প্রশিক্ষণই প্রকল্প-ভিত্তিক, সেহেতু প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে, যা সিটি কর্পোরেশনের অগ্রাধিকারের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়নপ্রকল্পের অধীনে পরিচালিত প্রশিক্ষণগুলো মূলত গণপূর্ত ও প্রশাসনিক বিষয়কে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। কারণ এসব প্রকল্পগুলোর অধিকাংশেরই লক্ষ্য হলো অবকাঠামোগত ও প্রশাসনিক উন্নয়ন করা। নির্দিষ্ট সেবা প্রদান ও সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যে যে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন সেদিকে খুব একটা মনোযোগ দেয়া হয়নি।

প্রশিক্ষণ কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তাদের প্রদান করা হয়। প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত প্রশিক্ষণগুলোর ক্ষেত্রগুলোই এমন যে, কেবল প্রকৌশল ও প্রশাসনিক বিভাগের কর্মকর্তারাই সবথেকে বেশি সুবিধা লাভ করে থাকে। এছাড়াও, প্রকল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণ সাধারণত উচ্চ শ্রেণীর কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করেই হয়ে থাকে, খুব কমই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে করা হয়, বিষয়টি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একটা ভালো উদ্যোগ যে, এনআইএলজি সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছে, যেমন: স্থানীয় সরকার (সিটি

কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (এখানে "সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯" বলে উল্লেখিত), অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনি বিষয়, এবং সরকারি নীতিমালা।

২.২ নতুন সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রশিক্ষণ আবশ্যকতা

C4C টিম নতুন সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রশিক্ষণ চাহিদা যেভাবে নিরূপন করেছে সেগুলো হলোঃ ১) বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের নিজস্ব চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিভাগ/শাখা অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো প্রস্তাব ও অগ্রাধিকার করেন; ২) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ উল্লেখিত প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে চারটি নতুন সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সম্পাদনের বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করে কর্মক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের বিষয় চিহ্নিত করেন; এবং ৩) কাউন্সিলরদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন করেন।

যেহেতু সিটি কর্পোরেশনগুলোকে অনেক কাজ সম্পাদন করতে হয়, কিন্তু ইহাতে নিয়োজিত কর্মীরা চাহিদার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে, এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। উপরোল্লেখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যেমে নিম্নে বর্ণিত এলাকাগুলোতে প্রায় একশটিরও বেশি প্রশিক্ষণ বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছেঃ সকল কর্মকর্তা ও কাউন্সিলরদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে মৌলিক প্রশিক্ষণ; অফিস প্রশাসন, কর ও রাজস্ব আদায়; আর্থিক ব্যবস্থাপনা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি; সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা; জনস্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; জন্ম, মৃত্যু, ও বিবাহ নিবন্ধন; সংক্রামক ব্যধি নিয়ন্ত্রণ; স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা; অন্যান্য স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো; খাদ্য মান নিয়ন্ত্রণ; পরিবার পরিকল্পনা; গণপূর্ত; পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন পদ্ধতি; সড়ক বাতি; ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ; নগর পরিকল্পনা; সমাজকল্যান; জননিরাপত্তা; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; বৃক্ষ, পার্ক, বাগান ও বন; এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি (নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর জন্য পরিশিষ্ট দেখুন)।

২.৩ নাগরিকদের দৃষ্টিতে নতুন সিটি কর্পোরেশনগুলোর সেবা কার্যক্রম

নতুন সিটি কর্পোরেশনগুলো CGP এবং C4C'র সহযোগিতায় ২০১৭ - ২০১৮ সালে তাদের সেবাদান বিষয়ে একটি নাগরিক জরিপ পরিচালনা করে। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী নাগরিকগণ বিশেষকরে যে সেবাগুলোর গুনগত মান উন্নত করতে চান তা চারটি সিটি কর্পোরেশনে প্রায় একই রকম। চারটি সিটি কর্পোরেশনেই জরিপকৃত নাগরিকদের ৩০% একই রকম সেবা বেছে নিয়েছেন। চার সিটি কর্পোরেশনে নাগরিকগণ রাস্তাঘাট, নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক বাতি এবং স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সেবা চিহ্নিত করেছেন এবং পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা চিহ্নিত করেছেন তিনটি সিটি কর্পোরেশনতে। উপরোল্লেখিত সেবাগুলো ছাড়াও ৩০% শতাংশেরও বেশি জরিপকৃত নাগরিক আরও কিছু সেবা চিহ্নিত করেছেন, যা নিম্নে সারণি ২ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ২: গুনগত মান উন্নয়নের জন্য ২০১৭ সালের জরিপে নাগরিকদের দ্বারা চিহ্নিত শীর্ষস্থানীয় সেবাসমূহ (উত্তরদাতাদের শতকরা হার*)

	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
১	পানি সরবরাহ (৫৯%)	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (৬৪%)	রাস্তাঘাট (৩৭%)	রাস্তাঘাট (৬৮%)
২	সড়ক বাতি (৫৫%)	রাস্তাঘাট (৫১%)	নিষ্কাশন (৮১%)	নিষ্কাশন (৬৪%)
৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (৪৪%)	নিষ্কাশন (৪৫%)	সড়ক বাতি (৫৯%)	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (৪৪%)
৪	স্যানিটেশন (৪৩%)	কমিউনিটি সেন্টার (৩৯%)	পানি সরবরাহ (৫০%)	পানি সরবরাহ (৫৭%)
৫	নিষ্কাশন (৩৯%)	সড়ক বাতি (৩৩%)	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (৪৩%)	স্যানিটেশন (৪৭%)
৬	রাস্তাঘাট (৩৭%)	স্যানিটেশন (৩২%)	স্যানিটেশন (৩৭%)	যানবাহন নিয়ন্ত্রন (৩২%)
৭	ফুটপাথ (৩৩%)	নারীদের জন্যে বাজারে স্থান (৩০%)		সড়ক বাতি (৩১%)

সূত্রঃ চারটি সিটি কর্পোরেশন'র " ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের নাগরিক জরিপের ফলাফল" শীর্ষক খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন।
*টেবিলে প্রদর্শিত শতকরা হারগুলো উপরের প্রতিবেদনে উল্লেখিত রেখাচিত্রে বর্ণিত সংখ্যার গড় প্রাক্কলন।

৩. প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার পরিধি

৩.১ উদ্দেশ্য ও সুবিধাভোগীগণ

সরকার কর্তৃক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার একটি কাঠামো নির্ধারণ করে কৌশলপত্রের লক্ষ্যভূক্ত সিটি কর্পোরেশনগুলোর মানব সম্পদ উন্নয়নকে তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- সরকারি প্রক্রিয়া ও আইনি-উপকরন প্রণয়ন/উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা; লক্ষ্যভূক্ত সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর সাথে সম্পৃক্ত বিভাগের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্মীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা মূলত লক্ষ্যভূক্ত চারটি সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয়। যাহোক, সিটি কর্পোরেশন পরিচালনায় তাদের নেতৃত্ব এবং পর্যবেক্ষণ ভূমিকার গুরুত্বের আলোকে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য ওরিয়েন্টশন ও অন্যান্য মৌলিক প্রশিক্ষণ এ পরিকল্পনার অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে যাতে করে তারা সিটি কর্পোরেশন পরিচালনায় নেতৃত্ব দেয়া এবং এর কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি হয়।

৩.২ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাওয়া ক্ষেত্রগুলো

এ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, যা গভর্ন্যান্স উন্নতিকরণ কৌশলপত্রেরও প্রধান লক্ষ্য। যাহোক, সেবা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় সরকারের অর্থ সম্পদের প্রাপ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকেও অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা, কাউন্সিলর এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করে হয়েছে, যা নীচের টেবিলে দেখানো হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন কর্মীদের প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং লক্ষ্যভূক্ত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ চাহিদার উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র ও বিষয়গুলো নির্ধারনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, যা উপরে সেকশন ২-এ আলোচনা করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের কর্মী ও নাগরিকদের মতামত এবং নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ডের গুরুত্ব বিবেচনায় এনে চিহ্নিত বিষয়গুলো থেকে অগ্রাধিকারমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র ও বিষয়গুলো নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও, কিছু প্রশাসন-সংক্রান্ত বিষয় যেগুলোর উপর বর্তমানে C4C ও CGP'র মাধ্যমে এলজিইডি নির্দেশিকা প্রণয়ন করছে সেগুলোও তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

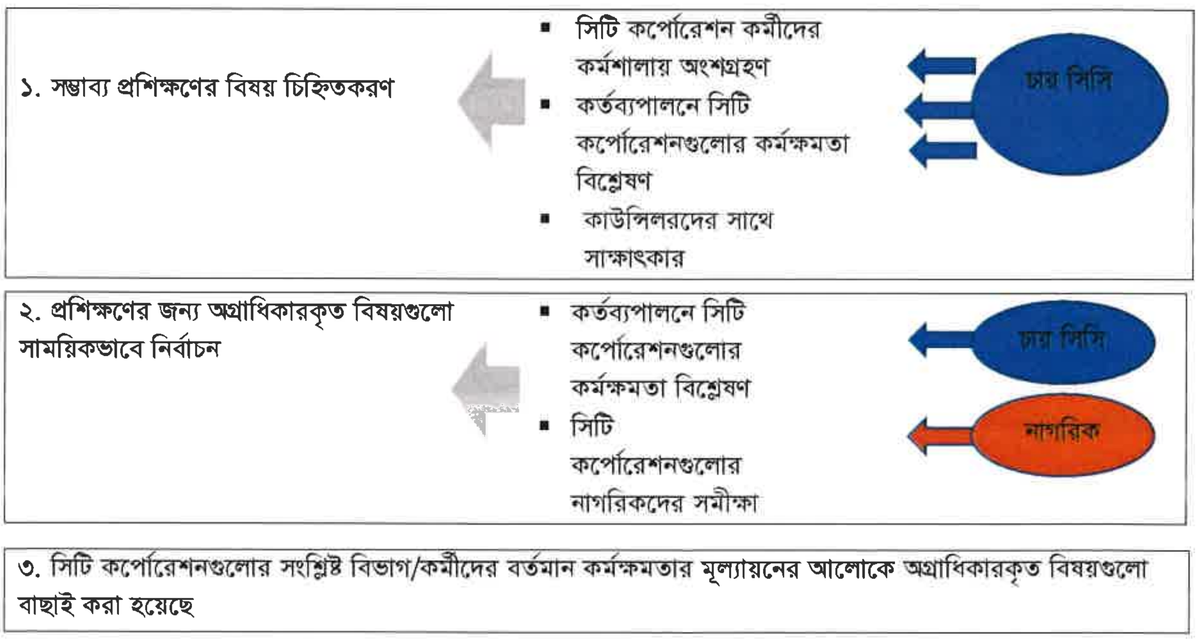

৪. সিটি কর্পোরেশনগুলোর কর্মক্ষমতা উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ বিষয় সংযোজন

৫. সিটি কর্পোরেশন এবং সম্ভাব্য সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে খসড়া অগ্রাধিকারকৃত তালিকা ও সম্ভাব্য প্রশিক্ষন প্রদানকারী নিয়ে আলোচনা করা হয়

৬. পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য অর্থ সম্পদ প্রাক্কলন বিবেচনায় এলজিইডি কর্তৃক খসড়া তালিকা চূড়ান্তকরণ

চিত্র ১: প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্তির জন্যে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র ও বিষয়াবলী চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া

উপরোল্লেখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত প্রশিক্ষণের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র ও বিষয়গুলোর তালিকা নিচের ছকে দেখানো হলো। সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তাদের জন্য, যারা প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য, সিটি কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা নিম্নলিখিত বিভাগগুলোর অধীনে সর্বমোট এগারোটি ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত হয়েছে: ক) মূল বা মৌলিক কার্যক্রম; এবং খ) সেবা প্রদান ও নিয়ন্ত্রক কার্যক্রম। এই পরিকল্পনা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ যেন মৌলিক জ্ঞানার্জন করতে পারে সেই দিকে গুরুত্ব দিয়েছে। সারনি ৩ ও সারণি ৪ এ যথাক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য অগ্রাধিকারকৃত প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র ও বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হলো।

সারণি ৩: কর্মকর্তাদের জন্য অগ্রাধিকারকৃত প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র ও বিষয়

ক্ষেত্রসমূহ	প্রশিক্ষণ বিষয়াবলী
ক) মূল/মৌলিক কার্য্যাবলী	
মৌলিক প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা	• সিটি কর্পোরেশন আইনি কাঠামো এবং সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ (সিফোরসি'র অধীনে একটি ওরিয়েন্টেশন হ্যান্ডবুক প্রস্তুতি পর্যায়ে আছে) • সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে প্রযোজ্য মৌলিক বিধি (যেমন, সরকার কর্তৃক একটি অভিন্ন চাকুরী বিধি প্রণয়ন করা হবে) • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর) ২০০৮ এবং ই-গর্ভণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট • অফিস ব্যবস্থাপনা (ফাইল ব্যবস্থাপনা, সভার কার্য-বিবরণী এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা) • মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা
কর ব্যবস্থাপনা	• কর নিরূপন ও সংগ্রহ এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সিফোরসি'র অধীনে গাইডলাইন তৈরি হচ্ছে) • কর ব্যবস্থাপনা সফ্‌টওয়ার পরিচালনা
বাজেট প্রস্তুতকরণ ও ব্যবস্থাপনা	• হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদনসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন (সিফোরসি'র অধীনে গাইডলাইন তৈরির কাজ চলছে) • হিসাবরক্ষণ সফ্‌টওয়ার পরিচালনা
নাগরিক সম্পৃক্ততা	• নাগরিক প্রসার, নাগরিক অংশগ্রহণ, এবং নাগরিক মতামত (সিজিপি এবং সিফোরসি'র অধীনে নির্দেশিকা তৈরির কাজ চলছে)
খ) সেবাদান এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	
জনস্বাস্থ্য	• সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান • অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রন • বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, ভূমিকা এবং দায়িত্ব)
পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন	• পানি সরবরাহ কাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন • নর্দমা নির্মাণ প্রাক্কলন

	• নর্দমার পানিবাহী এবং কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন
রাস্তাঘাট	• ভূমি জরিপ ও সমতলকরণ • বৈদ্যুতিক কর্মীদের জন্যে মৌলিক বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা
পূর্ত কাজ	• অবকাঠামোগত কাজের মান নিয়ন্ত্রণ • চুক্তি ব্যবস্থাপনা • সম্পদ (যন্ত্রপাতি) ব্যবস্থাপনা • রীতি অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিপি) প্রস্তুতকরণ
নগর পরিকল্পনা	• পরিবেশগত পরিকল্পনা ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) • মূখ্য পরিকল্পনা (মাস্টার প্লান) বাস্তবায়ন ও হালনাগাদকরণ (গৃহ নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রনসহ) • ভূমি ও অবকাঠামো সম্পর্কিত ডেটাবেজ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা • ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা (জিআইএস)
উন্নয়ন	• পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন (বিনিয়োগ) পরিকল্পনা (সিজিপি'র অধীনে দিক নির্দেশনামূলক গাইডলাইন তৈরি প্রক্রিয়াধীন)

সারণি ৪: নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য অগ্রাধিকারকৃত প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র ও বিষয়াবলী

ক্ষেত্র	প্রশিক্ষণ বিষয়াবলী
আইন, বিধি, ও সরকারি নীতিমালা সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান	• সিটি কর্পোরেশন আইনি কাঠামো ((সিফোরসি'র অধীনে একটি ওরিয়েন্টশন হ্যান্ডবুক প্রস্তুতি পর্যায়ে আছে) • স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এবং মৌলিক বিধি যা কাউন্সিলরদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে • সিটি কর্পোরেশন'র কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন ও সরকারি নীতামালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
আর্থিক ব্যবস্থাপনা	• কর নিরূপণ ও আদায় এবং বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এই প্রক্রিয়াগুলোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা ও দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নাগরিক সম্পৃক্ততা/অংশগ্রহণ	• নাগরিক সংযুক্তি, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ এবং এইসকল বিষয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
উন্নয়ন পরিকল্পনা	• উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩.৩ বাস্তবায়ন কাল

পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ২০১৮/১৯ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়ে ২০২২/২৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে, যা সিটি কর্পোরেশনসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশলপত্র এর বাস্তবায়নকালের অর্ধেক সময়কালের অনুরূপ। এলজিডি এ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে প্রশিক্ষণ কোর্সের তালিকা, ও ২০২০/২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন সময়সূচি হালনাগাদ করবে। মধ্যবর্তীকালীন পর্যালোচনা নিম্নলিখিত কারণে প্রয়োজন: ১) বাস্তবতা হলো, যেহেতু নব্য-প্রতিষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশনগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য এটাই সরকারের প্রথম প্রচেষ্টা, সেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলো চিহ্নিত ও সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের জন্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের কাছে; এবং ২) সিটি কর্পোরেশনগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের পর যখন কর্মী নিয়োগ ও পদায়ন করা হবে তখন তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। সিটি কর্পোরেশনসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশলপত্র এর মধ্যবর্তীকালে, প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ফলাফল ও নতুন চাহিদা নিরূপণের উপর ভিত্তি করে এলজিডি একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

৪. বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

৪.১ পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ বিষয় ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী

উপরে চিহ্নিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো নতুন চারটি সিটি কর্পোরেশনকেই প্রদান করা হবে। সারণি ২-এ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে যে কোর্সগুলো প্রদান করা হবে তার তালিকা দেয়া হলো, যদিও এলজিডি'র বার্ষিক বাজেট অনুসারে কোর্সগুলো পরিবর্তন হতে পারে। সিটি কর্পোরেশনগুলোর সুনির্দিষ্ট চাহিদানুযায়ী কোর্স তৈরি করবে। শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত কোর্সগুলো ছাড়া, টেবিলে প্রদর্শিত প্রতিটি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, যা মূলত সংশ্লিষ্ট পদে স্থায়ী কর্মকর্তাদের সংখ্যা নির্দেশক, ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালে প্রণীত কর্মী সংস্থান তথ্যের উপর ভিত্তি করে মোটামুটিভাবে হিসেব করা হয়েছে[১]। সুতরাং প্রয়োজনবোধে তা সমন্বয়ের মাধ্যমে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগুলোই হবে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী/বাস্তবায়নকারী, শুধুমাত্র ঐ সমস্ত কোর্সগুলি ছাড়া যেগুলো বর্তমানে চলছে এমন প্রকল্প সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্যে একটি চলমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রদান করছে। সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নকারীদের বর্ণনা টেবিলে দেয়া হয়েছে। এলজিইডি'র অধীনে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা রয়েছে এলজিআই কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সেগুলোই হবে প্রধান বাস্তবায়নকারী। যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই, সেসব ক্ষেত্রে এনআইএলজি, অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সহযোগিতায়, প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করবে। বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান রয়েছে এমন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও কিছু প্রকল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, যাতে করে প্রয়োজনে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো একই কোর্সে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। সারণি ৫ এ পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ কোর্সের তালিকা উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫: পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ কোর্সের তালিকা

প্রশিক্ষণ কোর্স	প্রধান বিষয়সমূহ	প্রত্যাশিত প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণার্থীদের আনুমানিক সংখ্যা	দল/কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী/ বাস্তবায়নকারী
মৌলিক প্রাশসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা					
সিটি কর্পোরেশন'র আইনি কাঠামো সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন কোর্স	সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো: সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯; সরকারি নীতিমালা এবং বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, বিভাগীয় প্রধানগণ, আইন বিভাগের কর্মকর্তাগণ, এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ	২০০	৮	এলজিডি (সিফোরসি) এবং এনআইএলজি
			৬০ (নতুন নির্বাচিত[২])	৩	
সিটি কর্পোরেশন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কোর্স	সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এবং অন্যান্য মৌলিক আইন ও বিধি, প্রবিধান এবং সরকারি নীতিমালা, সিটি কর্পোরেশন'র	কাউন্সিলরগণ	১৭৩	৪	এনআইএলজি

[১]চারটি সিসিরই অনেক কর্মী রয়েছে (স্থায়ী নয় এমন কর্মচারী) যাদেরকে ঐ সমস্ত কাজে সংযুক্ত করা যেতে পারে যেগুলো স্থায়ী কর্মকর্তারা করবে বলে আশা করা হয়, যেহেতু তারা স্থায়ী পদগুলোতে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে পারে না এই কারণে যে তাদের অর্গানোগ্রাম এখনও অনুমোদিত হয়নি। এই জাতীয় কর্মীদের সংখ্যা, যা নিরূপণ করা কঠিন, প্রত্যেক কোর্সে প্রক্ষিণার্থীর সংখ্যার হিসেব করার সময় আমলে নেয়া হয়নি।

[২]আশা করা হচ্ছে ২০২১ এবং ২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য এনসিসি, সিইউসিসি, ও আরপিসিসি'র তৃতীয় নির্বাচনে নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আসবেন। এখানে ঐ সমস্ত প্রতিনিধিদের সংখ্যা মোটামুটি ৬০ ধরা হয়েছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, আসনগুলোয় নতুন প্রতিনিধিরা আসবেন।

	গুরুত্বপূর্ণ সেবা/কার্যাবলী, ইত্যাদি				
সিটি কর্পোরেশনগুলোতে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য মৌলিক বিধি	সিটি কর্পোরেশনগুলোয় নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য চাকুরী বিধি	ব্যবস্থাপনা ও সুপারভাইজরি স্তরের কর্মকর্তা	১৩০	৫	এনআইএলজি
পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮	DIMPP প্রকল্প নির্ধারণ করবে	DIMPP প্রকল্প নির্ধারণ করবে	DIMPP প্রকল্প নির্ধারণ করবে	সিপিটিইউ'র সহযোগিতায় এলজিইডি (DIMPP)
ই-জিপি	ই-জিপি প্রক্রিয়া ও পরিচালনা পদ্ধতি	মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী	৪০	DIMPP প্রকল্প নির্ধারণ করবে	
অফিস ব্যবস্থাপনা	ফাইল ব্যবস্থাপনা, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা	বিভাগ/শাখা প্রধানগণ	৮০	৪	এনআইএলজি
মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা	কম্পিউটার চালনা, এমএস ওয়ার্ড ও এক্সেল, ই-মেইল যোগাযোগ, ইত্যাদি	কার্যক্রমে কম্পিউটার দক্ষতা প্রয়োজন এমন কর্মকর্তারা	৮০	৪	এলজিইডি-এমএসইউ
কর ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা					
কর নির্ধারণ ও আদায় এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (কর্মকর্তাদের জন্য)	পৌর কর্পোরেশন (করারোপণ) বিধিমালা ১৯৮৬; কর নির্ধারণ এবং আদায় প্রক্রিয়া; সিটি কর্পোরেশন আর্থিক নীতিমালার আলোকে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে সিটি কর্পোরেশন'র আর্থিক অবস্থানে এর তাৎপর্য	রাজস্ব বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা	১০০	৫	এলজিডি (সিফোরসি) এবং এনআইএলজি (যথাযথ সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন: বিআইমএর সহযোগিতায়)
		নির্বাচিত প্রতিনিধিরা	১৭৭	৫	
কর নির্ধারণ ও আদায় এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য)			৪০ (নতুন নির্বাচিত)	৩	
কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার	এলজিইডি-এমএসইউ কর্তৃক স্থাপিত কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার পরিচালনা	রাজস্ব বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা	১০০	৪	এলজিইডি-এমএসইউ

রজস্ব ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার	নগর গণ পরিবেশ ও স্বাস্থ্য খাত উন্নয়ন প্রকল্প (ইউপিইএইচএসডিপি) কর্তৃক যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার তৈরি হচ্ছে তার ব্যবহার/পরিচালনা	ইউপিইএইচএসডিপি কর্তৃক নির্ধারিত হবে	ইউপিইএইচএসডিপি কর্তৃক নির্ধারিত হবে	ইউপিইএইচএস ডিপি কর্তৃক নির্ধারিত হবে	এলজিডি (ইউপিইএইচএস ডিপি কর্তৃক নির্ধারিত হবে)
বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা					
বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা (বিভাগীয় প্রধানদের জন্য)	বাজেট প্রণয়ন; বাজেট সম্পাদন ও পর্যবেক্ষণ; প্রতিবেদন তৈরি; বিনিয়োগ পরিকল্পনা, আর্থিক প্রক্ষেপণ এবং বিনিয়োগ ও আর্থিক পরিকল্পনায় এর ব্যবহার	বিভাগীয় প্রধানগণ	৩০	১	প্রয়োজনে যথাযথ সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন: ফিমা ও আইপিএফ'র সহযোগিতায় এলজিডি (সিফোরসি) এবং এনআইএলজি
বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা (অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য)		হিসাব রক্ষণ ও রাজস্ব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা	১০	১	
বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা (নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য)		নির্বাচিত প্রতিনিধিরা	১৭৭	৫	
			৪০ (নতুন নির্বাচিত)	৩	
হিসাব রক্ষণ সফটওয়ার	এলজিইডি-এমএসইউ কর্তৃক স্থাপিত হিসাব রক্ষণ সফটওয়ার পরিচালনা	হিসাব রক্ষণ বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা	৩০	১	এলজিইডি-এমএসইউ
নাগরিক সম্পৃক্ততা					
ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি	নাগরিক সেবা প্রদান, ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যম ও নাগরিক তথ্য সেবা কেন্দ্র'র (সিআইএসসি) মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন'র সাথে জনগণের যোগাযোগ	সচিব অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা	২০	১	এলজিইডি (সিজিপি) এবং এনআইএলজি
গণযোগাযোগের মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি	প্রকাশনা, নোটিশ বোর্ড, গণ জমায়েত ও এসএমএস এর মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে তথ্য প্রচার এবং নাগিরক ও সিটি কর্পোরেশন'র মধ্যে যোগাযোগ	গণযোগাযোগ সেলের সদস্যরা	৫০	২	এলজিইডি (সিজিপি) এবং এনআইএলজি
নাগরিক অংশগ্রহণ	সুশীল সমাজ সমন্বয় কমিটি (সিএসসিটি	নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	২০০	৮	এলজিইডি (সিজিপি) ও

	কর্পোরেশন) এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি (ডব্লুউএলসিটি কর্পোরেশন) এবং গুচ্ছ ওয়ার্ডে নাগরিকের অংশগ্রহণ	এবং বিভাগীয় প্রধানগণ	৪০ (নব্য নির্বাচিত[৩])		এনআইএলজি
নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার	অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি ও জরীপের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ এবং এর ব্যবহার	সচিব অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	২০	১	এলজিইডি (সিজিপি)
জনস্বাস্থ্য					
ইপিআই সম্পর্কে মৌলিক ধারণা	অনলাইন প্রতিবেদন, টিকার মান নিয়ন্ত্রন; সচেতনতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি	টিকা দানকারীরা	৯০	৫	ডিজিএইচএস'র সহযোগিতায় এনআইএলজি
অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণ	অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রনে আইনি প্রক্রিয়া	স্বাস্থ্য শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা	২০	১	যথাযথ সরকারি সংস্থা, যেমন: রাজউক এর সহযোগিতায় এনআইএলজি
সিটি কর্পোরেশন এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্যক্রম	সিটি কর্পোরেশনগুলোর ভূমিকা ও দায়িত্ব; কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কাজের বিবরণী; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা; কর্মী ব্যবস্থাপনা ও মাঠ কর্মসূচি তত্ত্বধায়ন	বর্জ্য শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	১০০	৪	ডিএসসিটি কর্পোরেশন অথবা ডিএনসিটি কর্পোরেশন'র সহযোগিতায় এনআইএলজি
পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন					
পানি সরবরাহ সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	পানি সরবরাহের সুবিধাধি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	২০	১	ডিপিএইচই
নিষ্কাশন সম্পর্কিত নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন	ব্যয় প্রাক্কলন; চিত্রাঙ্কন; পানিবাহী ও কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন, ইত্যাদি		২০	১	এলজিইডি
রাস্তাঘাট					

[৩]আশা করা হচ্ছে ২০২১ এবং ২০২২ সালে অনুষ্ঠিতব্য এনসিসি, সিইউসিসি, ও আরপিসিসি'র তৃতীয় নির্বাচনে নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আসবেন। এঁদের মধ্যে এনসিসি এবং সিইউসিসি'র পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালেই প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। এখানে ঐ সমস্ত প্রতিনিধিদের সংখ্যা মোটামুটি ৪০ ধরা হয়েছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, আসনগুলোয় নতুন প্রতিনিধিরা আসবেন।

ভূমি জরিপ ও সমতলকরণ	প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি		৩০	১	এলজিইডি
বৈদ্যুতিক কর্মীদের জন্যে মৌলিক নিরাপত্তা	নিরাপদ কাজের প্রক্রিয়া	বৈদ্যুতিক কর্মী	১৬০	৪	আরইবি'র সহযোগিতায় এনআইএলজি
সার্বিক গণপূর্ত					
অবকাঠামোগত কাজের মান নিয়ন্ত্রণ	মাটি, বিভিন্ন দ্রব্যের মিশ্রণে তৈরি কাঠামো, ঢালাই, সিমেন্ট, কংক্রিট, বিটুমিন ইত্যাদিও গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ	প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	২০	১	এলজিইডি
চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ঠিকাদার ক্রয়ের পদ্ধতি, ঠিকাদারদের কাজ পর্যবেক্ষন এবং মূল্যায়ন, ইত্যাদি	প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	২০	১	এলজিইডি
সম্পদ (যন্ত্রপাতি) ব্যবস্থাপনা	সম্পদের তালিকা তৈরি ও ব্যবস্থাপনা; রক্ষণাবেক্ষন পরিকল্পনা	প্রকৌশল ও সংরক্ষণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	২০	১	এলজিইডি
ডিপিপি তৈরি ও ইআইএ	ডিপিপি তৈরির প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি; পরিবেশগত আইন ও বিধি; পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্যে কাগজপত্র তৈরি; ইআইএ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, ইত্যাদি	নগর পরিকল্পনা ও প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	২০	১	প্রয়োজনে এনএপিডি বা বার্ড-এর সহযোগিতায় এনআইএলজি
নগর পরিকল্পনা					
এহা পরিকল্পনা (মাষ্টার প্ল্যান) হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া (ভূমি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ, ভবণ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, রাস্তাঘাট ও নিষ্কাশন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ); মূল পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ পদক্ষেপ, ইত্যাদি	নগর পরিকল্পনা ও প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	৪০	২	যথাযথ সরকারি সংস্থা, যেমন: রাজউক ও ইউডিডি'র সহাযোগীতায় এলজিইডি বা এনআইএলজি
ভূমি ও অবকাঠামোগত ডেটাবেজ	ভূমি ও অবকাঠামো ডেটাবেজে ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন	নগর পরিকল্পনা ও প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	৩০	১	যথাযথ সরকারি সংস্থা, যেমন: রাজউক ও ইউডিডি'র সহাযোগীতায় এলজিইডি বা এনআইএলজি
জিআইএস	জিআইএস-এর	নগর পরিকল্পনা ও	৩০	১	এলজিইডি

	প্রয়োগ ও পরিচালনা	প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ			
উন্নয়ন পরিকল্পনা					
পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন (বিনিয়োগ) পরিকল্পনা প্রণয়ন (বিভাগীয় প্রধানদের জন্য)	সিজিপি কর্তৃক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশিকা তৈরি হবে	প্রধান নির্বাহী কর্মকতা ও বিভাগীয় প্রধান	৩০	১	এলজিইডি (সিজিপি)
পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন (বিনিয়োগ) পরিকল্পনা প্রণয়ন (অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য)		নগর পরিকল্পনা ও প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	৩০	১	
পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন (বিনিয়োগ) পরিকল্পনা প্রণয়ন (নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য)		নির্বাচিত প্রতিনিধি	১৭৭	৫	

৪.২ বাস্তবায়ন সময়সূচি

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সময়সূচি নিম্নে দেয়া হলো। এলজিডি'র আর্থিক সংস্থানের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোন কারণে প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য নির্ধারতি কোর্স পরিকল্পনা পরিবর্তিত হতে পারে। সারণি ৬ এ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সময়সূচি উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬: প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সময়সূচি

প্রশিক্ষণ কোর্স	২০১৮/১৯	২০১৯/২০	২০২০/২১	২০২১/২২	২০২২/২৩
এসজিসিআই-সিটি কর্পোরেশনটি বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ কমিটি	○	○	○	○	○
পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ			○		
প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন					
কোর্সের শিরোনাম					
১. সিটি কর্পোরেশন'র আইনি কাঠামো সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন কোর্স	৮টি কোর্স			১টি কোর্স (নাসিক)	২টি কোর্স (কুসিক ও রসিক)
২. সিটি কর্পোরেশন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২টি কোর্স (সিটি কর্পোরেশন)			১টি কোর্স (নাসিক)	২টি কোর্স (কুসিক ও রসিক)
৩. সিটি কর্পোরেশন কর্মীদের জন্য মৌলিক বিধি			৫টি কোর্স		
৪. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা	DIMPP নির্ধারণ করবে				
৫. ই-জিপি	DIMPP নির্ধারণ করবে				
৬. অফিস ব্যবস্থাপনা	৪টি কোর্স				
৭. মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা		৪টি কোর্স			
৮. কর নির্ধারণ ও আদায় এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (কর্মকর্তাদের জন্য)		৫টি কোর্স			
৯. কর নির্ধারণ ও আদায় এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য)		৫টি কোর্স			২টি কোর্স (নাসিক ও কুসিক)
১০. কর ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়ার		৪টি কোর্স			
১১. রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়ার	(ইউপিইএইচএসডিপি নির্ধারণ করবে)				
১২. বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা (বিভাগীয় প্রধানদের জন্যে)		১টি কোর্স			
১৩. বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা (কর্মকর্তাদের জন্যে)		১টি কোর্স			
১৪. বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা (নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্যে)		৫টি কোর্স			২টি কোর্স (নাসিক ও কুসিক)
১৫. হিসাব রক্ষণ সফ্টওয়ার		১টি কোর্স			
১৬. ই-গভন্যান্সের মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি	১টি কোর্স				
১৭. গণযোগাযোগের মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি	২টি কোর্স				
১৮. নাগরিক অংশগ্রহণ	৮টি কোর্স				২টি কোর্স (নাসিক ও কুসিক)
১৯. নাগরিক মতামত	১টি কোর্স				
২০. ইপিআই সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান			৫টি কোর্স		
২১. অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণ				১টি কোর্স	
২২. সিটি কর্পোরেশন'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম		২টি কোর্স	২টি কোর্স		
২৩. পানি সরবরাহ কাঠামো ব্যবস্থাপনা			১টি কোর্স		

ও পরিচালনা					
২৪. নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণের পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি					১টি কোর্স
২৫. ভূমি জরিপ ও সমতলকরণ					১টি কোর্স
২৬. বৈদ্যুতিক কর্মীদের জন্যে মৌলিক নিরাপত্তা				৪টি কোর্স	
২৭. অবকাঠামোগত কাজের মান নিয়ন্ত্রণ		১টি কোর্স			
২৮. চুক্তি ব্যবস্থাপনা				১টি কোর্স	
২৯. সম্পদ (যন্ত্রপাতি) ব্যবস্থাপনা				১টি কোর্স	
৩০. ডিপিপি তৈরি ও ইআইএ			১টি কোর্স		
৩১. মহা পরিকল্পনা (মাষ্টার প্ল্যান) বাস্তবায়ন ও হালনাগাদকরণ					১টি কোর্স
৩২. ভূমি ও অবকাঠামো সম্পর্কিত ডেটাবেজ				১টি কোর্স	
৩৩. ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস)			১টি কোর্স		
৩৪. পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন (বিনিয়োগ) পরিকল্পনা প্রণয়ন (বিভাগীয় প্রধানদের জন্য)	১টি কোর্স				
৩৫. পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন (বিনিয়োগ) পরিকল্পনা প্রণয়ন (অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য)	১টি কোর্স				
৩৬. পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন (বিনিয়োগ) পরিকল্পনা প্রণয়ন (নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য)	৫টি কোর্স				
সর্বমোট কোর্সের সংখ্যা	৩৩	২৯	১৫	১০	১৩
প্রকল্প-ভিত্তিক নয় এমন কোর্সের সর্বমোট সংখ্যা	৬	১২	১৫	১০	১৩

এনআইএলজি কর্তৃক, এলজিইডি কর্তৃক, ডিপিএইচই কর্তৃক, প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে

৫. প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৫.১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার বিষয়টি এলজিডি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এনআইএলজি, এলজিইডি, ও ডিপিএইচই হলো পরিকল্পিত কোর্সগুলোর বাস্তবায়নকারী। যেসব কোর্স এই তিন সংস্থার বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের ক্ষেত্রের বাইরের, সেগুলো এনআইএলজি যথাযথ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা যাদের এই ধরনের বিশেষ জ্ঞান রয়েছে তাদের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করবে। নিচের চিত্র: ২ এ বাস্তবায়ন কাঠামোর চিত্র দেয়া হলো।

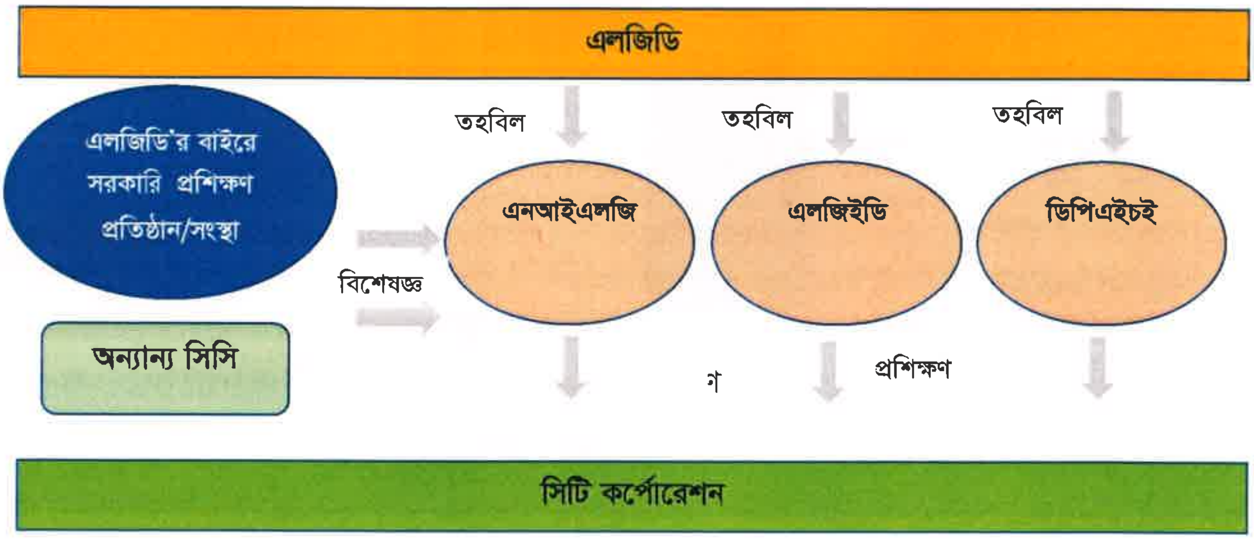

প্রশিক্ষণসংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিটি সংস্থার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

এলজিডি

- প্রত্যেক অর্থ বছরে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাজেট সুরক্ষিত করা এবং উক্ত অর্থ বছরে কোন কোন কোর্স বাস্তবায়িত হবে তা নির্ধারণ করা।
- উক্ত অর্থ বছরে পরিকল্পিত কোর্সগুলো কারা বাস্তবায়ন করবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়া ও কোর্স বাস্তবায়নকারীদের তহবিল বরাদ্দ দেয়া।
- ২০২০/২১ অর্থ বছরের কোন এক সময়ে অর্থাৎ বর্তমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঝামাঝি সময়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করে প্রশিক্ষণ কোর্সের তালিকা ও বাস্তবায়ন সময়সূচি হালনাগাদ করা।

এনআইএলজি

- নিজেদের বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে কোর্স উপকরণ ও কর্মসূচি তৈরি করা।
- কোর্সগুলো বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- এলজিইডি, ডিপিএইচই কিম্বা নিজেদের বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান নেই এমন কোর্সগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে, অন্যান্য সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/সংস্থা অথবা প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এনজিও থেকে বিষয়ভিত্তিক (যেমন: জনস্বাস্থ্য) বিশেষজ্ঞ এনে প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
- সিটি কর্পোরেশনগুলোর মতামত এবং কোর্স বাস্তবায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কোর্সের বিষয় ও উপাদান পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা।

এলজিইডি

- নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান রয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলোকে কেন্দ্র করে কোর্স উপকরণ ও কর্মসূচি তৈরি করা
- উক্ত কোর্সগুলো বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা
- সিটি কর্পোরেশনগুলোর মতামত এবং কোর্স বাস্তবায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কোর্সের বিষয় ও উপাদান পর্যালোচনা, হালনাগাদ করা।

ডিপিএইচই

- নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান রয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলোকে কেন্দ্র করে কোর্স উপকরণ ও কর্মসূচি তৈরি করা;
- পানি সরবরাহকে কেন্দ্র করে কোর্স প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- সিটি কর্পোরেশনগুলোর মতামত এবং কোর্স বাস্তবায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কোর্সের বিষয় ও উপাদান পর্যালোচনা, হালনাগাদ করা।

এলজিইডি, এনআইএলজি, ডিপিএইচই ব্যতীত অপরাপর সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা

- এনআইএলজি'র অনুরোধে মনোনীত কোর্সগুলোর উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি প্রদান করা। কোর্সসমূহ বাস্তবায়নের পর - কোর্স উপাদান তৈরি, পর্যালোচান, ও হালনাগাদ করাই হবে উক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দায়িত্ব।

লক্ষ্যভূক্ত সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের নিজ নিজ কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করতে হবে। সিডিইউ নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে:

- সিটি কর্পোরেশন'র পরিকল্পিত কোর্সগুলোর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় তা অর্ন্তভূক্ত করা।
- অতীতে প্রশিক্ষণে উপস্থিতির তথ্যএবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও দায়িত্ব বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্যে সঠিক কর্মী মনোনীত করা।
- প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফর্মের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ ও সিটি কর্পোরেশন'র সাধারণ সভায় প্রতিবেদন দাখিলের জন্যে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তা অর্ন্তভূক্ত করা।
- বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বার্ষিক প্রশিক্ষণ ট্র্যাকিং শীটে (পরিকল্পনার বিপরীতে "অর্জন" শীর্ষক কলামগুলো পূরণ করা) প্রশিক্ষণে যা আর্জিত হলো তা নথিভূক্ত করা।
- পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণ ট্র্যাকিং শীটে প্রত্যেক কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ-ইতিহাস নথিভূক্ত করা।

৫.২ মনিটরিং ব্যবস্থা

সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির দায়িত্ব হবে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মনিটরিং করা। কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে, এই কমিটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ অগ্রগতি যাচাই করে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিটিকে মতামত প্রদান করবেন।

এলজিডি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবে এবং ২০২১/২০২২ অর্থ বছরের কোন এক সময় প্রশিক্ষণ তালিকা এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থা হালনাগাদ করবে।

৫.৩ অর্থ সংস্থান

এলজিডি তার বার্ষিক বাজেটের অংশ হিসেবে, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য, সিজিপি ও সিফোরসি'র অধীনে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ব্যতীত, বছর-ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে। যেসব প্রশিক্ষণের ব্যয় প্রকল্প-অর্থায়নের মাধ্যমে হয়ে থাকে সেগুলো ব্যতীত, নিম্নলিখিত বিষয় ও উপরে উল্লেখিত সময়সূচির উপর ভিত্তি করে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ব্যয়ের আনুমানিক প্রাক্কলন সারণি ৭ এ দেখানো হলো:

১) এনআইএলজি কর্তৃক প্রদত্ত সিটি কর্পোরেশন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স ব্যতীত, সিটি কর্পোরেশনগুলোর যেকোন একটি থেকে অনধিক ১৫জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্যে প্রশিক্ষণ কোর্স ঢাকায় অবস্থিত সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে এবং অংশগ্রহণকারীদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে;
২) সিটি কর্পোরেশনগুলোর যেকোন একটি থেকে ১৫জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থীর জন্যে প্রশিক্ষণ কোর্স সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনতে অনুষ্ঠিত হবে;
৩) প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩জন প্রশিক্ষক থাকবে;
৪) প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কোর্সের সময়কাল হবে ৩দিন; এবং
৫) প্রতি কোর্সে গড় প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হবে ২৫জন।

সারণি ৭: প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাক্কলিত ব্যয়

অর্থ বছর	২০১৮/১৯	২০১৯/২০	২০২০/২১	২০২১/২২	২০২২/২৩	পাঁচ বছরের জন্য মোট
বাস্তবায়ন ব্যয়	১৫,৯৭,০০০	১৪,৮০,০০০	২১,২৩,০০০	১৮,৮৩,০০০	২২,১৪,০০০	৯২,৯৮,০০০

পরিশিষ্ট:

প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে

ক্ষেত্র	প্রশিক্ষণ বিষয়
কর্মকর্তাদের মৌলিক দক্ষতা	কম্পিউটারে মৌলিক দক্ষতা; অফিস ব্যবস্থাপনা/ফাইল ব্যবস্থাপনা; কাজের বর্ণনা ও চাকুরি বিধি
সিটি কর্পোরেশন কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কাউন্সিলরদের মৌলিক জ্ঞান	সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ ও এর সাথে সম্পর্কিত বিধি ও প্রবিধান; সেবাদান পর্যবেক্ষণ; প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও পরিকল্পনা; স্থায়ী কমিটিগুলোর ভূমিকা ও দায়িত্ব; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা; কর নিরূপণ ও সংগ্রহ; বাজেট ব্যবস্থাপনা
অফিস প্রশাসন	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট বিধি; সার্বিক আইনকানুন; প্রতিবেদন তৈরি; সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ ও পত্র লেখন; তথ্য ব্যবস্থাপনা
কর ব্যবস্থাপনা	কর ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়ার পরিচালনা; কর নিরূপণ; কর আদায় ও কর প্রদানে প্রেরণাদায়ী কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ; কর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি ও প্রবিধান
অন্যান্য রাজস্ব আয়	লাইসেন্স প্রদান
আর্থিক ব্যবস্থাপনা	বাজেট তৈরি; হিসাব রক্ষণ সফ্টওয়ার পরিচালনা; ডাবল-এন্ট্রি বুক-কিপিং ব্যবস্থা; বাজেট বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ; আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; নিরীক্ষা কার্যক্রম
আইসিটি	স্থানীয় সার্ভারে তথ্য সংরক্ষণ; প্রান্তিক পর্যায়ের আইসিটি সংশ্লিষ্ট সেবা দান (ই-সরকার); পদ্ধতি বিশ্লেষণ কাঠামো; আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন; আইসিটি ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা
সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা	সম্পত্তি আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা; অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা; ভূমি ব্যবহার ডিজিটালকরণ; ভূমি বিরোধ ব্যবস্থাপনা; জরিপ দক্ষতা
জনস্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণে আইনি প্রক্রিয়া; জনস্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী সদস্য কর্তৃক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ; বর্জ্য ব্যবস্থপনার তত্ত্ব ও ধারণা; মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; বর্জ্য সংগ্রহ স্থান পর্যবেক্ষণ; মাঠকর্মী ব্যবস্থাপনা; পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি; রেজিস্ট্রার-রক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি; বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি/উপকরণ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিচ্ছন্নতা প্রক্রিয়া; অংশগ্রহণমূলক বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন
জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন (ওয়ার্ডকর্মীদের জন্য); জন্ম-মত্যুত্যু নিবন্ধন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি; জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম ও (কর্মকর্তাদের জন্য); জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম (জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্যদের জন্য)
সংক্রামক ব্যধি নিয়ন্ত্রণ	সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই); নতুন রোগ প্রতিরোধে টিকাদান; জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ
স্বাস্থ্য সুবিধা	হাসপাতাল /স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা; এমসিএইচ/সন্তান প্রসব; মাতৃত্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা; সরবরাহ ব্যবস্থাপনা
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়	কর্মী ব্যবস্থাপনা; ডাইরিয়া প্রতিরোধ; বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ; পশু সম্পদ উন্নয়ন ও পশুবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ
খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণ	খাদ্য নিরাপত্তা; পশু জবাই
পরিবার পরিকল্পনা	সার্বিক পরিবার পরিকল্পনা ও শিশুর যত্ন
পূর্তকাজ	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮; ই-সরকারি প্রকিউরমেন্ট; অবকাঠামোগত কাজের মান নিয়ন্ত্রণ; প্রকল্প ব্যবস্থাপনা; ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা; বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি; উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন (ডিপিপি); অটো ক্যাড
পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা	পানি সরবরাহ সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ; পানি সরবরাহের পাইপলাইন রক্ষণাবেক্ষণ; পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা; নালা/ড্রেন নির্মাণ প্রাক্কলন; নর্দমার জলবাহী এবং কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন।
রাস্তা ও সড়ক বাতি	রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য ভূমি জরিপ ও সমতলকরণ; বৈদ্যুতিক কর্মীদের জন্য মৌলিক বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা।
যানবাহন নিয়ন্ত্রণ	স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তাদের জন্য সার্বিকভাবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কাজ
নগর পরিকল্পনা	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন; টেকসই নগর উন্নয়ন; মুখ্য পরিকল্পনা (মাষ্টারপ্লান) প্রণয়ন ও পর্যালোচনা/হালনাগাদকরণ; কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

	পরিকল্পনা তৈরি; পরিবহন পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পয়নিষ্কাশন পরিকল্পনা; ভূমি ও অবকাঠামো সংক্রান্ত ডেটাবেজ তৈরী ও ব্যবস্থাপনা; উন্নয়ন পরিকল্পনা; জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অভিযোজন; সামাজিক প্রভাব নিরূপণ; ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা; ভবন পরিদর্শন; উপাত্ত সংগ্রহ ও নগর মূল্যায়ন; ভূমি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ।
সমাজ কল্যাণ	বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য নাগরিকদের সমৃদ্ধিগত অবস্থার শ্রেণী বিন্যাস; দরিদ্র জনগোষ্ঠি নির্বাচন প্রক্রিয়া; সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন; সামাজিক সমীক্ষা/জরীপের জন্য দক্ষতা; দারদ্রি বিমোচন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; ছোট উদ্যোক্তা; লৈঙ্গিক বৈষম্য প্রতিরোধে পরিকল্পনা; ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা; কল্যণমূলক কাজ নথিভূক্তকরণ।
জন নিরাপত্তা	কর্মকর্তা, কমিউনিটির নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য অগ্নি-নির্বাপণ; অগ্নি-নির্বাপক দলের সদস্যদের জীবন রক্ষা সংক্রান্ত
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও পরিচালনা; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজ;
বৃক্ষ, পার্ক, বাগান ও বন	বনায়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পিপিপি
শিক্ষা ও সংস্কৃতি	বিদ্যালয় শিক্ষকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ; শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্মীদের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা; তথ্য কেন্দ্রের কর্মীদের গ্রাহক সেবা; তথ্যসেবা পদ্ধতি
অন্যান্য	ওয়েবসাইট তৈরি; ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা